72 পবা, বেলকুচি ও লালমনিরহাট টিসিসিএ'র আত্মনির্ভরশীলতার উপর সমীক্ষা

(প্রকাশকালঃ জানুয়ারী, ১৯৯৩)

ক) গবেষকদের পরিচিতি

১. ড. মোঃ আমজাদ হোসেন, অতিরিক্ত মহাপরিচালক
বি.এজি (সম্মান), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; এম.এজি (এগ্রোনমি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
পিএইচ.ডি (এগ্রোনমি), ইউনিভারসিটি অব দি ফিলিপাইনস্ এ্যাট লস ব্যানোস।

২. এম ফজলুল হক, অতিরিক্ত পরিচালক
এম.এ. (অর্থনীতি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; এম.এ. (অর্থনীতি), ইউ.পি. ডেলিম্যান, ফিলিপাইনস্।

৩. প্রভাস চন্দ্র প্রামানিক, যুগ্ম পরিচলক
বি.কম (সম্মান); এম.কম (একাউন্টিং), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

৪. এইচ এম আলাউদ্দিন, সহকারী পরিচালক
এম.এস.এস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

খ) উদ্দেশ্য

টিসিসিএ স্টাডি করার মূল উদ্দেশ্য নিম্নরুপঃ-

১. টিসিসিএ আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠার লক্ষ্যে কি ধরণের ব্যবসায়িক কার্যক্রম, বিপনন ব্যবস্থা প্রভৃতিতে সম্পৃক্ত হতে পেরেছে, তা নির্ণয় করা;

২. টিসিসিএ-কে আত্মনির্ভরশীল করে তোলার লক্ষ্যে উপকরণ ও সেবা নিশ্চিত করার জন্য কি ধরণের প্রকল্প গ্রহণ করা যায়, তা নির্ণয় করা; এবং

৩. সে অনুসারে সুপারিশমালা তৈরী করে প্রতিবেদন আকারে সরকারের নিকট পেশ করা।

গ) সারসংক্ষেপ

সূচনা

বাংলাদেশের গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতিকল্পে ষাট-এর দশকে বাংলাদেশ একাডেমী ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (বার্ড), কুমিল্লা গবেষণা করে যে চারটি কর্মসূচী উদ্ভাবন করে, দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সমবায় উহাদের মধ্যে অন্যতম। দ্বি-স্তর সমবায় ব্যবস্থায় গ্রাম পর্যায়ে কৃষক সমবায় সমিতি (কেএসএস) ও থানা পর্যায়ে ঐ কেএসএসগুলোর ফেডারেশন হয় টিসিসিএ। টিসিসিএগুলো গ্রামের প্রাথমিক সমিতিগুলোকে সংগঠিত করবে এবং তাদের উৎপাদনে সহায়তামূলক ঋণ প্রদান করবে, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ বা উপদেশ/পরামর্শ দেবে এবং অন্যান্য উপকরণ সরবরাহের দায়িত্ব পালন করবে। এ সমস্ত উদ্দেশ্য সফল করবার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার সত্তর দশকের প্রথম দিকে "সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী (আইআরডিপি)" নামে বৃহৎ একটি প্রকল্প সমগ্র দেশব্যাপী চালু করে। ১৯৮২ সালে আইআরডিপি এক সরকারী অধ্যাদেশ বলে

"বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডে (বিআরডিবি)" রুপান্তরিত হয়। বিআরডিবি প্রাথমিক পর্যায়ে টিসিসিএ ও কেএসএসগুলো সংগঠিত করবে এবং টিসিসিএ'র মাধ্যমে কেএসএসগুলোতে ঋণ ও উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ করে গ্রামীণ জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে সহায়তা করবে। এভাবে কয়েক বছর যাবার পর যখন টিসিসিএগুলো শেয়ার, সঞ্চয় ও সার্ভিস চার্জ আদায়ের মাধ্যমে আর্থিক ও ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে স্বাবলম্বি হবে তখন বিআরডিবি টিসিসিএ হতে তার আর্থিক সহায়তা ও লোকবল প্রত্যাহার করে নেবে। কিন্তু প্রায় ২০ বছরের অধিক সময় অতিবাহিত হলেও এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে হাতে গণা কয়েকটি ছাড়া সবগুলো টিসিসিএ তাদের ইস্পিত লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়নি। এ প্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয়ের ২৯-১০-৯২ তারিখের সমন্বয় সভায় বগুড়া একাডেমীকে তিনটি টিসিসিএ'র আর্থিক ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কতটুকু আত্ম নির্ভরশীলতা অর্জনে সফল হয়েছে তা স্টাডি করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সমীক্ষার অনুসন্ধেয় বিষয়াদিসহ (টিওআর) একাডেমীকে পত্র দেয়া হয়।

গবেষণা পরিচালনা পদ্ধতি

তিন শ্রেণীর তিনটি টিসিসিএ (প্রতি শ্রেণী হতে একটি করে টিসিসিএ) স্টাডি করার জন্য বিআরডিবি কর্তৃক সরবরাহকৃত রাজশাহী বিভাগের টিসিসিএ তালিকা অনুযায়ী দৈব-চয়ন পদ্ধতির ভিত্তিতে নির্বচন করা হয়। এতে রাজশাহী জেলার প্রথম শ্রেণীর পবা টিসিসিএ, সিরাজগঞ্জ জেলার দ্বিতীয় শ্রেণীর বেলকুচি টিসিসিএ এবং লালমনিরহাট জেরার টিসিসিএ তিনটি নিরপেক্ষভাবে স্টাডি করবার জন্য প্রথমে লিখিত প্রশ্নপত্র তৈরী করা হয় এবং সেগুলো যাচাই করে চুড়ান্ত করা হয়। অতঃপর উক্ত তিনটি টিসিসিএ-তে একাডেমীর ৩ জন অনুষদ সদস্যকে ১৯৯২ সালের নভেম্বরে পাঠানো হয়। জনাব এম ফজলুল হক (যুগ্ম-পরিচালক) বেলকুটি টিসিসিএ, জনাব প্রভাস চন্দ্র প্রামানিক (উপ-পরিচালক) লালমনিরহাট সদর টিসিসিএ এবং জনাব এইচ এম আলাউদ্দিন (সহকারী পরিচালক) পবা টিসিসিএ স্টাডি করেন। তারা যাতে তিনটি টিসিসিএ'র প্রয়োজনীয় বিভিন্ন নথিপত্র, রেকর্ডপত্র, রেজিষ্টার ও খতিয়ানসমূহ এবং উহাদের তথ্যাদিসমূহ কার্য-প্রণালী সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন, সেজন্য টিসিসিএ হতে পূর্ণ সহযোগিতা চেয়ে একাডেমী থেকে টিসিসিএ তিনটিতে অগ্রিম পত্র দেয়া হয়। সে অনুসারে গবেষকবৃন্দ টিসিসিএ তিনটির দুই বছরের (১৯৯০-৯১ এবং ১৯৯১-৯২) এবং বিশেষ ক্ষেত্রে বিগত ৫ বছরের তথ্যাদি, রেকর্ডপত্রসহ কার্য-প্রণালী যাচাই করেন এবং সেই সাথে তারা পরিচালনা কমিটির সদস্যবৃন্দ ও বিআরডিবি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে নিরপেক্ষভাবে আলাপ আলোচনা করেন। সে ভিত্তিতে তারা তিনজনে স্টাডি করে তিনটি টিসিসিএ'র উপর পৃথক পৃথক প্রতিবেদন তৈরী করেন। প্রতিবেদন তিনটি দ্বিতীয় অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হলো।

ঘ) উপসংহার

আর্থিক স্বচ্ছলতা ও ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বিচারে লালমনিরহাট নিঃসন্দেহে তৃতীয় পর্যায়ের একটি টিসিসিএ। লালমনিরহাট এখন জেলা শহর এবং ৫টি থানা নিয়ে এর বিস্তৃতি, কিন্তু বিআরডিবি'র জেলা পর্যায়ের কোন অফিস (উপ-পরিচালকের কার্যালয়) এখানে স্থাপিত হয়নি। খুব শীঘ্রই একটি অফিস স্থাপিত হবার কথা এবং একজন উপ-পরিচালক নিয়োগ করার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এ মুহূর্তে টিসিসিএ হতে বিআরডিবি'র কর্মকর্তাগণকে প্রত্যাহার করে না নিয়ে নতুন উদ্যমে সমবায়ের কার্যক্রমকে চালু করতে হবে এবং সমবায়ীদেরকে স্বনির্ভর হওয়ার পথে সহযোগিতা দিতে হবে। যতদিন পর্যন্ত সে অবস্থা সৃষ্টি না হচ্ছে ততদিন টিসিসিএ'র স্বব্যবস্থাপনায় ছেড়ে দেয়া সম্ভব নয়।

73 Imam Orientation Training on Compulsory Primary Education
(Published in 1993)

a) Researchers' Identity

1. Sk. Zahrul Ferdous, Additional Director
   B.Sc. (Agronomy) Bangladesh Agricultural University, Mymensingh
   M.S. (Agriculture Education), University of the Philippines, Los Banos
2. T.I.M Zahid Hossain, Deputy Director
   M.A. (Sociology), Rajshahi University
   M.A. (Social Anthropology), University of Sussex, U.K

b) Objectives

The following were the specific objectives of the study:

i. To determine some socio-economic characteristics of the Imams;

ii. To study the activities undertaken by the Imams and to identify some results of their efforts;

iii. To explore their ways and means of dissemination of messages on education and their involvement in it;

iv. To find out their monitoring processes on the activities undertaken by them; and

v. To get some feed back information from them on the training programme they attended.

c) Executive summary

The study titled "Imam Orientation Training on Compulsory Primary Education" was carried out in three districts of Rajshahi Division. Total number of respondents for the study was 27 Thanas of Rajshahi, Rangpur and Bogra districts were selected for this purpose. Data were collected from the respondents through a structured questionnaire. Besides, a simple guideline was used to get the opinion of the general public about motivating parents and school children by the trained Imams.